আইনের ফাঁকে বেরিয়ে আবার অপরাধে জড়াচ্ছে ছিনতাইকারীরা: আইজিপি

আইজিপি আলী হোসেন ফকির। ছবি: সংগৃহীত

আইনের বিভিন্ন দুর্বলতা ও ফাঁকফোকরের সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা মুক্ত হয়ে আবার একই ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির। তিনি বলেন, মাদক ব্যবসায়ী ও ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হলেও আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেককে দীর্ঘ সময় আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত এক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আইজিপি। কমিউনিটি ব্যাংকের উদ্যোগে 'আমার শহর, আমার দেশ: পরিচ্ছন্নতায় বদলে যাবে বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মসূচিটির আয়োজন করা হয়।

আইজিপি বলেন, ছিনতাই ও মাদকের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যক্তি একাধিকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু আইনের ফাঁক গলে কিংবা জামিনে মুক্ত হয়ে তারা আবার অপরাধে ফিরে যাচ্ছে। এমনকি জামিনে বেরিয়ে পুনরায় ছিনতাই করতে গিয়ে একজন শিক্ষক নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে আলী হোসেন ফকির বলেন, দেশে প্রায় এক হাজার মানুষের বিপরীতে মাত্র একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে। তাই শুধু পুলিশের পক্ষে সব ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়; সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

পুলিশকে আরও জনবান্ধব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আইজিপি বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশ প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। অথচ বৈষম্যহীন সমাজ গঠন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, পুলিশকে গালি বা অপমান না করে জনগণের পুলিশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে সমাজ পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে আইজিপি বলেন, একজন তরুণ মাদকে জড়িয়ে পড়লে শুধু তার নিজের জীবন নয়, পুরো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্মজীবনে তিনি এমন ঘটনাও দেখেছেন, যেখানে মাদকের টাকা না পেয়ে সন্তান নিজের বাবাকে মারধর করে আহত করেছে।

নতুন প্রজন্মকে অপরাধ ও মাদক থেকে দূরে রাখতে পরিবার এবং সমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন।

আইজিপি বলেন, ছোটবেলা থেকেই নাগরিক দায়িত্ব ও সড়ক ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে তিনি জেব্রা ক্রসিংসহ সড়ক আইন মানার ক্ষেত্রেও সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুস সালাম, ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ, কমিউনিটি ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি শেষে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি নিমগাছের চারা রোপণ করা হয়।